গীতবিতান - সূচীপত্র - প্রথম লাইন

নীল রঙে ক্লিক করুন

প্রথম লাইন pdf ফাইল দেবে, png দেবে png ফাইল, src দেবে tex ফাইল

Click on blue. First line gives a pdf file, png a png image file, src the source tex file

২১ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(Last updated 15 ApRil 2007)

গান খোঁজা/SEARCH

Please Read Me

প্রথম বর্ণ

অ (A)	আ (Aa)	ই (I)	ঈ (II)	উ (U)	ঊ (UU)
ঋ (RR)	এ (E)	ঐ (OI)	ও (O)	ঔ (OU)	
ক (k)	খ (kh)	গ (g)	ঘ (gh)	ঙ (NG)	
চ (c)	ছ (ch)	জ (j)	ঝ (jh)	ঞ (NJ)	
ট (T)	ঠ (Th)	ড (D)	ঢ (Dh)	ণ (N)	
ত (t)	থ (th)	দ (d)	ধ (dh)	ন (n)	
প (p)	ফ (ph)	ব (b)	ভ (bh)	ম (m)	
য (J)	র (r)	ল (l)	শ (sh)	ষ (Sh)	স (s)
হ (H)	ক্ষ (kK)		ং (NNG)	ঃ (h)	ঁ (NN)

নৃত্যনাট্য

কালমৃগয়া png

বাল্মীকি প্রতিভা png

চণ্ডালিকা png

শ্যামা png

চিত্রাঙ্গদা png

মায়ার খেলা png

অ top

অকারণে অকালে মোর পড়ল

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি

অগ্নিশিখা, এসো এসো

অজ্ঞানে করো

অচেনাকে ভয় কী

অজানা খনির নূতন মণির

অজানা সুর কে দিয়ে যায়

অধরা মাধুরী ধরেছি

অনন্তসাগরমাঝে দাও

অনন্তের বাণী তুমি

অনিমেষ আঁখি সেই

অনেক কথা বলেছিলেম

অনেক কথা যাও যে ব'লে

অনেক দিনের আমার যে গান

অনেক দিনের মনের মানুষ

অনেক দিনের শূন্যতা মোর

অনেক দিয়েছ নাথ

অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে

অন্তর মম বিকশিত করো

অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী

অন্ধকারের উৎস হতে

অন্ধকারের মাঝে আমায়

অন্ধজনে দেহো আলো

অবেলায় যদি এসেছ আমার

অভয় দাও তো বলি আমার

অভিশাপ নয় নয়

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে

অমল কমল সহজে জলের কোলে

অমল ধবল পালে লেগেছে

অমৃতের সাগরে আমি যাব

অয়ি বিষাদিনী বীণা
অয়ি ভুবনমনোমোহিনী
অরূপ, তোমার বাণী
অরূপবীণা রূপের আড়ালে
অর্জুন! তুমি অর্জুন
অলকে কুসুম না দিয়ো
অলি বার বার ফিরে যায়
অলি বার বার (মায়ার খেলা)
অল্প লইয়া থাকি, তাই
অশান্তি আজ হানল
অশান্তি আজ হানল (চিত্রাঙ্গদা)
অশ্রুনদীর সুদূর পারে
অশ্রুভরা বেদনা
অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ
অসীম কালসাগরে ভুবন
অসীম ধন তো আছে তোমার
অসীম সংসারে যার
অহো! আস্পর্ধা একি
অহো, কী দুঃসহ স্পর্ধা

আ top

আঃ কাজ কী গোলমালে
আঃ বেঁচেছি এখন
আঃ বেঁচেছি এখন (কালমৃগয়া)
আইল আজি প্রাণসখা
আইল শান্ত সন্ধ্যা
আকাশ আমায় ভরল আলোয়
আকাশ, তোমায় কোন্ রূপে
আকাশ হতে আকাশ-পথে
আকাশ হতে খসল তারা
আকাশতলে দলে দলে
আকাশভরা সূর্য-তারা
আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে
আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া
আকাশে তোর তেমনি
আকাশে দুই হাতে প্রেম
আকুল কেশে আসে
আঁখিজল মুছাইলে
আছ আপন মহিমা লয়ে
আছে তোমার বিদ্যে-সাধ্যি
আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু
আগুনে হল আগুনময়
আগুনের পরশমণি
আগে চল্, আগে চল্ ভাই
আগ্রহ মোর অধীর অতি
আঘাত করে নিলে জিনে
আছ অন্তরে চিরদিন
আছ আকাশ-পানে তুলে মাথা
আজ আকাশের মনের কথা
আজ আমার আনন্দ দেখে
আজ আলোকের এই ঝর্নাধারায়
আজ আসবে শ্যাম গোকুলে
আজ কি তাহার বারতা পেল
আজ কিছুতেই যায় না
আজ খেলা ভাঙার খেলা
আজ জ্যোৎস্নারাতে
আজ তালের বনের করতালি
আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখায়
আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
আজ তোমারে দেখতে এলেম
আজ দখিন-বাতাসে
আজ নবীন মেঘের সুর
আজ প্রথম ফুলের পাব
আজ বরষার রূপ হেরি
আজ বুকের বসন ছিঁড়ে
আজ বুঝি হইল প্রিয়তম
আজ মোরে সপ্তলোক
আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে
আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে
আজ বারি ঝরে ঝরঝর
আজ যেমন ক'রে গাইছে আকাশ
আজ সবাই জুটে আসুক
আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে
আজকে তবে মিলে সবে
আজকে মোরে বোলো না
আজি আঁখি জুড়ালো
আজি আঁখি জুড়ালো (মায়ার খেলা)
আজি উন্মাদ মধুনিশি
আজি এ আনন্দসন্ধ্যা
আজি এ নিরালা কুঞ্জে
আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে
আজি এ ভারত লজ্জিত
আজি ওই আকাশ-'পরে
আজি কমলমুকুলদল খুলিল
আজি কাঁদে কারা ওই

আজি কোন্ ধন হতে
আজি কোন্ সুরে বাঁধিব
আজি গন্ধবিধুর সমীরণে
আজি গোধূলিলগনে এই বাদলগগনে
আজি ঝরো ঝরো মুখর
আজি ঝড়ের রাতে
আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে
আজি দক্ষিণপবনে
আজি দখিন-দুয়ার খোলা
আজি নাহি নাহি নিদ্রা
আজি নির্ভয়নিদ্রিত
আজি পল্লিবালিকা অলকগুচ্ছ
আজি প্রণমি তোমারে
আজি বর্ষারাতের শেষে
আজি বরিষনমুখরিত
আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
আজি বহিছে বসন্তপবন
আজি বাংলাদেশের হৃদয়
আজি বিজন ঘরে
আজি মম জীবনে নামিছে
আজি মম মন চাহে
আজি মেঘ কেটে গেছে
আজি মোর দ্বারে
আজি মর্মরধ্বনি কেন
আজি যত তারা তব
আজি যে রজনী যায়
আজি রাজ-আসনে তোমারে
আজি সাঁঝের যমুনায়
আজি শরততপনে
আজি শুভদিনে পিতার ভবনে
আজি শুভ শুভ্র প্রাতে
আজি শ্রাবণঘনগহন
আজি হৃদয় আমার যায়
আজি হেরি সংসার অমৃতময়
আজিকে এই সকালবেলাতে
আজু, সখি, মুহু মুহু
আন্ গো তোরা কার কী
আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু
আঁধার এলো ব'লে
আঁধার কুঁড়ির বাঁধন
আঁধার রজনী পোহালো
আঁধার রাতে একলা পাগল যায়
আঁধার শাখা উজল করি
আঁধার সকলই দেখি
আঁধারের লীলা আকাশে
আধেক ঘুমে নয়ন চুমে
আনন্দ তুমি স্বামি
আনন্দ রয়েছে জাগি
আনন্দগান উঠুক তবে বাজি
আনন্দধারা বহিছে
আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে
আনন্দেরই সাগর হতে
আন্‌মনা, আন্‌মনা
আপন গানের টানে তোমার বন্ধন
আপন-মনে গোপন কোণে
আপন হতে বাহির হয়ে
আপনহারা মাতোয়ারা
আপনাকে এই জানা আমার
আপনারে দিয়ে রচিলি
আপনি অবশ হলি, তবে
আপনি আমার কোন্‌খানে
আবার এরা ঘিরেছে
আবার এসেছে আষাঢ়
আবার মোরে পাগল করে
আবার যদি ইচ্ছা কর আবার
আবার শ্রাবণ হয়ে এলে
আমরা খুঁজি খেলার সাথি
আমরা চাষ করি আনন্দে
আমরা চিত্র অতি বিচিত্র
আমরা ঝ'রে-পরা ফুলদল
আমরা তারেই জানি তারেই জানি
আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
আমরা দূর আকাশের নেশায়
আমরা না-গান-গাওয়ার দল
আমরা নূতন প্রাণের চর
আমরা নূতন যৌবনেরই দূত
আমরা পথে পথে যাব
আমরা বসব তোমার সনে
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
আমরা মিলেছি আজ মায়ের
আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল
আমরা সবাই রাজা আমাদের
আমাকে যে বাঁধবে ধরে

আমা-তরে অকারণে
আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে
আমাদের পাকবে না চুল গো
আমাদের ভয় কাহারে
আমাদের যাত্রা হল শুরু
আমাদের শান্তিনিকেতন
আমাদের সখীরে কে নিয়ে
আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো
আমায় ছ জনায় মিলে
আমায় থাকতে দে-না
আমায় দাও গো ব'লে
আমায় দোষী করো
আমায় বাঁধবে যওদি
আমায় বোলো না গাহিতে
আমায় ভুলতে দিতে নাইকো
আমায় মুক্তি যদি
আমার অঙ্গে অঙ্গে কে
আমার অঙ্গে অঙ্গে(চিত্রাঙ্গদা)
আমার অন্ধপ্রদীপ
আমার অভিমানের বদলে আজ
আমার আঁধার ভালো
আমার আপন গান আমার অগোচরে
আমার আর হবে না দেরি
আমার এ ঘরে আপনার করে
আমার এ পথ তোমার পথের থেকে
আমার এই পথ-চাওয়াতেই
আমার এই রিক্ত ডালি
আমার এই রিক্ত (চিত্রাঙ্গদা)
আমার একটি কথা বাঁশি জানে
আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে
আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল
আমার কী বেদনা মোর
আমার খেলা যখন ছিল
আমার গোধূলিলগন এল
আমার ঘুর লেগেছে
আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া
আমার জীবন পাত্র (শ্যামা)
আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায়
আমার জ্বলে নি আলো
আমার ঢালা গানের ধারা
আমার দিন ফুরালো
আমার দোসর যে জন ওগো তারে
আমার নয়ন-ভুলানো এলে
আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়
আমার নয়ন তোমার নয়নতলে
আমার নাইবা হল পারে যাওয়া
আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর
আমার নিকড়িয়া-রসের রসিক
আমার নিখিল ভুবন হারালেম
আমার নিশীথরাতের বাদলধারা
আমার পথে পথে পাথর
আমার পরান লয়ে কী খেলা খেলাবে
আমার পরান যাহা চায় তুমি
আমার পরান যাহা চায় (মায়ার খেলা)
আমার পাত্রখানা যায়
আমার প্রাণ যে
আমার প্রাণে গভীর গোপন
আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল
আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে
আমার প্রাণের মানুষ আছে
আমার প্রিয়ার ছায়া
আমার বনে বনে ধরল মুকুল
আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে
আমার বিচার তুমি করো
আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে
আমার ব্যথা যখন আনে
আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়
আমার ভুবন তো আজ হল কাঙাল
আমার মন মানে না দিনরজনী
আমার মন কেমন করে
আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে
আমার মন তুমি, নাথ
আমার মন বলে চাই, চা ই
আমার মন, যখন জাগলি না রে
আমার মনের কোণের বাইরে
আমার মনের বাঁধন ঘুচে
আমার মনের মাঝে যে গান বাজে
আমার মল্লিকাবনে যখন
আমার মাঝে তোমারি মায়া
আমার মাথা নত করে
আমার মালার ফুলের দলে
আমার মালার ফুলের দলে (চণ্ডালিকা)
আমার মিলন লাগি তুমি
আমার মুক্তি আলোয় আলোয়

আমার মুখের কথা তোমার
আমার যদি বেলা যায় গো বয়ে
আমার যা আছে আমি সকল
আমার যাবার বেলাতে
আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে
আমার যাবার সময় হল
আমার যে আসে কাছে
আমার যে গান তোমার পরশ পাবে
আমার যে দিন ভেসে গেছে
আমার যেতে সরে না মন
আমার যে সব দিতে হবে
আমার রাত পোহালো
আমার লতার প্রথম মুকুল
আমার শেষ রাগিনীর প্রথম ধুয়ো
আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
আমার সকল দুখের প্রদীপ
আমার সকল নিয়ে বসে আছি
আমার সকল রসের ধারা
আমার সত্য মিথ্যা সকলই ভুলায়ে
আমার সাহস
আমার সুরে লাগে তোমার হাসি
আমার সোনার বাংলা
আমার হারিয়ে-যাওয়া দিন
আমার হিয়ার মাঝে
আমার হৃদয় আজি যায়
আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের
আমার হৃদয়সমুদ্রতীরে
আমারে করো জীবনদান
আমারে করো তোমার বীণা
আমারে কে নিবি ভাই
আমারে ডাক দিল কে
আমারে তুমি অশেষ করেছ
আমারে তুমি কিসের ছলে
আমারে দিই তোমার হাতে
আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে
আমারে বাঁধবি তোরা
আমারে যদি জাগালে আজি
আমারেও করো মার্জনা
আমি আছি তোমার সভার
আমি আশায় আশায় থাকি
আমি একলা চলেছি এ
আমি এলেম তারি দ্বারে
আমি কান পেতে রই
আমি কারে ডাকি গো
আমি কারেও বুঝি নে
আমি কী গান গাব যে
আমি কী ব'লে করিব
আমি কেবল তোমার দাসী
আমি কেবল ফুল জোগাব
আমি কেবলই স্বপন করেছি
আমি কেমন করিয়া জানাব
আমি চঞ্চল হে
আমি চাই তাঁরে
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা
আমি চিত্রাঙ্গদা
আমি চিনি গো চিনি তোমারে
আমি জেনে শুনে তবু ভুলে
আমি জেনে শুনে বিষ
আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে
আমি তখন ছিলেম মগন
আমি তারেই খুঁজে বেড়াই
আমি তারেই জানি তারেই জানি
আমি তো বুঝেছি সব
আমি তোমায় যতো শুনিয়েছিলাম গান
আমি তোমার প্রেমে হব সবার
আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি
আমি তোমারি মাটির কন্যা
আমি তোমারে করিব
আমি দীন, অতি দীন
আমি নিশি নিশি কত রচিব
আমি নিশিদিন তোমায়
আমি পথভোলা এক পথিক
আমি ফিরব না রে
আমি ফুল তুলিতে এলেম
আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
আমি ভয় করব না
আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
আমি মিছে ঘুরি
আমি যখন ছিলেম অন্ধ
আমি যখন তাঁর দুয়ারে
আমি যাব না গো অমনি চলে
আমি যে আর সইতে পারি নে
আমি যে গান গাই
আমি-যে সব নিতে চাই

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
আমি শ্রাবণ-আকাশে ওই
আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা
আমি সব নিতে চাই
আমি সংসারে মন দিয়েছিনু
আমি স্বপনে রয়েছি ভোর
আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি
আমি হৃদয়ের কথা
আমি হৃদয়ের কথা (মায়ার খেলা)
আমি হেথায় থাকি শুধু
আমিই শুধু রইনু বাকি
আয় আয় আয় আমাদের অঙ্গনে
আয় আয় রে পাগল, ভুলবি
আয় তবে সহচরী
আয় তোরা আয় আয় গো
আয় তোরা আয় (চণ্ডালিকা)
আয়, মা, আমার সাথে
আয় রে আয় রে সাঁঝের বা
আয় রে মোরা ফসল কাটি
আয় লো সজনী, সবে
আর কত দূরে আছে
আর কি আমি ছাড়ব তোরে
আর কেন, আর কেন
আর দেরি করিস নে
আর নহে, আর নহে
আর নহে, আর নয়
আর না, আর না, এখানে আর না
আর নাই যে দেরি
আর নাই রে বেলা
আর রেখো না আঁধারে
আরাম-ভাঙা উদাস সুরে
আরে, কী এত ভাবনা
আরো আঘাত সইবে আমার
আরো আরো, প্রভু
আরো একটু বসো তুমি
আরো কিছুখন নাহয় বসিয়ো পাশে
আরো চাই যে, আরো চাই
আলো আমার, আলো ওগো
আলো যে আজ গান করে
আলোক-চোরা লুকিয়ে এল
আলোকের এই ঝর্নাধারায়
আলোকের পথে, প্রভু
আলোয় আলোকময় করে
আলোর অমল কমলখানি
আসনতলের
আসা যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর
আসা-যাওয়ার মাঝখানে
আষাঢ়, কোথা হতে আজ
আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল
আহা, আজি এ বসন্তে
আহা, এ কী আনন্দ
আহা, কে গো তুমি
আহা, কেমনে বধিল
আহা, জাগি পোহালো বিভাবরী
আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
আহা মরি মরি
আহ্বান আসিল মহোৎসবে

ই ঈ top

ইচ্ছা যবে হবে লইয়ো
ইচ্ছে!— ইচ্ছে
ইহাদের করো আশীর্বাদ

উ ঊ ঋ top

উজ্জ্বল করো হে আজি
উঠি চলো, সুদিন আইল
উতল-ধারা বাদল ঝরে
উতল হাওয়া লাগল আমার গানের
উদাসিনী-বেশে বিদেশিনী
উদাসিনী সে বিদেশিনী কে
উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে
উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী

এ ঐ top

এ আবরণ ক্ষয় হবে
এ অন্ধকার ডুবাও তোমার
এ কেমন হল মন
এ কি সত্য সকলই সত্য
এ কি স্বপ্ন
এ কী এ, এ কী এ
এ কী এ ঘোর বন
এ কী করুণা করুণাময়
এ কী খেলা হে সুন্দরী
এ কী তৃষ্ণা, এ কী দাহ
এ কী দেখি
এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ

এ কী সুগন্ধহিল্লোল
এ কী সুধারস আনে
এ কী হরষ হেরি
এ তো খেলা নয়
এ তো খেলা নয় (মায়ার খেলা)
এ তো নয় রে করীশিশু
এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম
এ পথে আমি-যে গেছি বার বার
এ পরবাসে রবে কে হায়
এ পারে মুখর হল কেকা ওই
এ ভাঙা সুখের মাঝে
এ ভারতে রাখো নিত্য
এ ভালোবাসার যদি দিতে
এ মণিহার আমায় নাহি
এ মোহ আবরণ খুলে
এবেলা ডাক পড়েছে কোন্‌খানে
এ যে মোর আবরণ
এ আবরণ ক্ষয় হবে
এ পথ গেছে কোন্‌খানে
এ শুধু অলস মায়া
এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে
এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে
এই একলা মোদের
এই কথাটা ধরে রাখিস
এই কথাটাই ছিলেম ভুলে
এই কথাটি মনে রেখো
এই করেছ ভালো নিঠুর হে
এই তো তোমার আলোকধেনু
এই তো তোমার প্রেম, ওগো
এই তো ভরা হল ফুলে
এই তো ভালো লেগেছিল
এই বুঝি মোর ভোরের তারা
এই বেলা সবে মিলে চলো
এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া
এই-যে কালো মাটির বাসা
এই-যে তোমার প্রেম, ওগো
এই-যে হেরি গো
এই লভিনু সঙ্গ তব
এই শরত-আলোর কমলবনে
এই শ্রাবণ-বেলা বাদল-ঝরা
এই শ্রাবণের বুকের ভিতর
এই সকাল বেলার বাদল-আঁধারে
এক ডোরে বাঁধা আছি
এক ফাগুনের গান সে আমার
এক সূত্রে বাঁধিয়াছি
এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
একটি নমস্কারে
একটুকু ছোঁওয়া লাগে
একদা কী জানি কোন্
একদা তুমি, প্রিয়ে
একদা প্রাতে কুঞ্জতলে
একদিন চিনে নেবে তারে
একদিন যারা মেরেছিল
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্
একবার বলো, সখী, ভালোবাস
একমনে তোর একতারাতে
একলা ব'সে একে একে অন্যমনে
একলা বসে বাদল-শেষে
একলা ব'সে হেরো তোমার ছবি
একি অন্ধকার এ
একি আকুলতা ভুবনে
একি এ সুন্দর শোভা
একি করুণা করুণাময়
একি গভীর বাণী এল
একি মায়া, লুকাও কায়া
একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ
এখন আমার সময় হল
এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো
এখন করব কী বল্
এখনি কি হল তোমার
এখনো আঁধার রয়েছে
এখনো কেন সময় নাহি হল
এখনো গেল না আঁধার
এখনো ঘোর ভাঙে না তোর
এখনো তারে চোখে দেখি নি
এত আনন্দধ্বনি উঠিল
এত আলো জ্বালিয়েছো
এত দিন যে বসে
এতক্ষণে বুঝি এলি
এতদিন পরে মোরে
এতদিন পরে, সখী
এতদিন বুঝি নাই

এত ফুল কে ফোটালে
এত রঙ্গ শিখেছ
এতদিন তুমি, সখা,
এনেছ ওই শিরীষ বকুল
এনেছি মোরা এনেছি
এনেছি মোরা (কালমৃগয়া)
এবার অবগুণ্ঠন খোলো
এবার আমায় ডাকলে দূরে
এবার উজাড় করে লও হে আমার
এবার এল সময় রে তোর
এবার তো যৌবনের কাছে
এবার তোর মরা গাঙে
এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার
এবার বুঝেছি সখা
এবার নীরব করে দাও হে
এবার বিদায়বেলার সুর
এবার বুঝি ভোলার
এবার ভাসিয়ে দিতে হবে
এবার মিলন-হাওয়ায়-হাওয়ায়
এবার যমের দুয়োর খোলা পেয়ে
এবার রাঙিয়ে গেল হৃদয়গগন
এবার, সখী, সোনার মৃগ
এমন আর কতদিন চলে
এমন দিনে তারে বলা যায়
এমনি করে ঘুরিব দূরে
এমনি ক'রেই যায় যদি
এরা পরকে আপন করে
এরা সুখের লাগি চাহে
এরে ক্ষমা করো
এরে ভিখারি সাজায়ে
এল যে শীতের বেলা
এলেম নতুন দেশে
এস' এস' বসন্ত, ধরাতলে
এস' এস' বসন্ত (চিত্রাঙ্গদা)
এসেছি গো এসেছি
এসেছি গো এসেছি (মায়ার খেলা)
এসেছি প্রিয়তম, ক্ষম মোরে
এসেছিনু দ্বারে তব
এসেছিলে তবু আস নাই
এসেছে সকলে কত আশে
এসো আমার ঘরে
এসো এসো এসো প্রাণের উৎসবে
এসো এসো, এসো প্রিয়ে
এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ
এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন
এসো এসো পুরুষোত্তম
এসো এসো পুরুষোত্তম (চিত্রাঙ্গদা)
এসো এসো ফিরে এসো
এসো এসো বসন্ত, ধরাতলে
এস' এস', বসন্ত (মায়ার খেলা)
এসো এসো হে তৃষ্ণার জল
এসো গো এসো বনদেবতা
এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও
এসো গো নূতন জীবন
এসো নীপবনে
এসো শরতের অমল মহিমা
এসো শ্যামল সুন্দর
এসো হে এসো সজল ঘন
এসো হে গৃহদেবতা
ঐ আসে ঐ অতি
ওই কি এলে আকাশপারে
ওই মধুর মুখ জাগে মনে
ওই মালতীলতা দোলে
ওই-যে ঝড়ের মেঘের
ওই সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে

ও top

ও অকূলের কূল
ও আমার চাঁদের আলো
ও আমার দেশের মাটি
ও আমার ধ্যানেরই ধন
ও আমার মন, যখন জাগলি না রে
ও আষাঢ়ের পূর্ণিমা
ও কথা বোলো না তারে
ও কি এল, ও কি এল না
ও কী কথা বল সখী
ওকে কেন কাঁদালি
ও কেন চুরি ক'রে চায়
ও কেন ভালোবাসা জানাতে
ও গান আর গাস্ নে
ও চাঁদ, চোখের জলের
ও চাঁদ, তোমায় দোলা
ও জলের রানী
ও জোনাকী, কী সুখে ওই

ও তো আর ফিরবে না
ও দেখবি রে ভাই
ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল
ও নিঠুর, আরো কি বাণ
ও ভাই কানাই, কারে জানাই
ও ভাই, দেখে যা
ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী
ও মা, ও মা, ও মা, ফিরিয়ে নে
ও যে মানে না মানা
ওই অমল হাতে রজনী প্রাতে
ওই আঁখি রে
ওই আলো যে যায়
ওই আসনতলের
ওই আসে ওই অতি
ওই কথা বলো সখী
ওই কি এলে আকাশপারে
ওই কে আমায়
ওই কে গো হেসে
ওই জানালার কাছে বসে
ওই দেখ্ পশ্চিমে মেঘ
ওই পোহাইল তিমিররাতি
ওই বুঝি কালবৈশাখী
ওই ভাঙল হাসির বাঁধ
ওই মধুর মুখ জাগে মনে
ওই মধুর মুখ জাগে (মায়ার খেলা)
ওই মরণের সাগরপারে
ওই মহামানব আসে
ওই মালতীলতা দোলে
ওই মেঘ করে বুঝি
ওই-যে ঝড়ের মেঘের
ওই রে তরী দিল
ওই শুনি যেন চরণধ্বনি
ওকি সখা, কেন মোরে
ওকি সখা, মুছ আঁখি
ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না
ওকে ধরিলে তো ধরা
ওকে বল্, সখী, বল্
ওকে বলো, সখী (মায়ার খেলা)
ওকে বাঁধিবি কে রে
ওকে বোঝা গেল না
ওগো আমার চির-অচেনা পরদেশী
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর
ওগো আমার শ্রাবণমেঘের
ওগো এত প্রেম-আশা
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ
ওগো কিশোর, আজি
ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে
ওগো জলের রানী
ওগো ডেকো না মোরে
ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে
ওগো, তোমরা যত পাড়ার
ওগো তোমরা সবাই ভালো
ওগো, তোরা কে যাবি পারে
ওগো তুমি পঞ্চদশী
ওগো দখিন হাওয়া
ওগো দয়াময়ী চোর
ওগো, দেখি আঁখি
ওগো দেবতা আমার
ওগো নদী, আপন বেগে
ওগো পড়োশিনি
ওগো, পথের সাথি
ওগো পুরবাসী
ওগো বধূ সুন্দরী
ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী
ওগো মা, ওই কথাই তো ভালো
ওগো শেফালিবনের
ওগো সখী, দেখি দেখি
ওগো সখী, দেখি (মায়ার খেলা)
ওগো সাঁওতালি ছেলে
ওগো শান্ত পাষাণমুরতি
ওগো শোনো কে বাজায়
ওগো সুন্দর, একদা কী জানি কোন্
ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী
ওগো হৃদয়বনের শিকারী
ওদের কথায় ধাঁদা লাগে
ওদের বাঁধন যতই শক্ত
ওদের সাথে মেলাও যারা
ওঠো ওঠো রে বিফলে প্রভাত
ওঠো রে মলিনমুখ
ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি
ওর মানের এ বাঁধ টুটবে
ওরা অকারণে চঞ্চল
ওরা কে যায়
ওরে, আগুন আমার ভাই

ওরে আয় রে তবে
ওরে, আমার মন মেতেছে
ওরে আমার হৃদয় আমার
ওরে, কী শুনেছিস ঘুমের
ওরে কে রে এমন জাগায়
ওরে গৃহবাসী খোল্
ওরে চিত্ররেখাডোরে
ওরে জাগায়ো না
ওরে ঝড় নেমে আয়
ওরে ঝড় নেমে(চিত্রাঙ্গদা)
ওরে, তোরা নেই বা কথা
ওরে, তোরা যারা শুনবি না
ওরে, নূতন যুগের
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক
ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে
ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন
ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে
ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবো না
ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই
ওরে মাঝি, ওরে আমার
ওরে যায় না কি জানা
ওরে, যেতে হবে
ওরে শিকল, তোমায় কোলে ক'রে
ওরে সাবধানী পথিক
ওলো রেখে দে সখী
ওলো রেখে দে (মায়ার খেলা)
ওলো শেফালি, ওলো শেফালি
ওলো সই, ওলো সই
ওহে জীবনবল্লভ
ওহে দয়াময়, নিখিল-আশ্রয়
ওহে নবীন অতিথি
ওহে সুন্দর, মম গৃহে
ওহে সুন্দর, মরি

ক top

কখন দিলে পরায়ে
কখন বাদল-ছোঁওয়া
কখন যে বসন্ত গেল
কঠিন বেদনার তাপস
কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে
কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত কথা তারে ছিল বলিতে
কত কাল রবে বল'
কত ডেকে ডেকে জাগাইছ
কত দিন একসাথে ছিনু
কত যে তুমি মনোহর
কতবার ভেবেছিনু
কথা কোস্ নে লো রাই
কদম্বেরই কানন ঘেরি
কণ্ঠে নিলেম গান
কবে আমি বাহির হলেম
কবরীতে ফুল শুকালো
কবে তুমি আসবে ব'লে
কমলবনের মধুপরাজি
কহো কহো মোরে
কাছে আছে দেখিতে না পাও
কাছে আছে দেখিতে (মায়ার খেলা)
কাছে ছিলে, দূরে গেলে
কাছে ছিলে, দূরে (মায়ার খেলা)
কাছে তার যাই যদি
কাছে থেকে দূর রচিল
কাছে যবে ছিল
কাজ নেই, কাজ নেই মা
কাজ ভোলাবার কে
কাঁদার সামায় অল্প ওরে
কাঁদালে তুমি মোরে
কাঁদিতে হবে রে
কান্নাহাসির-দোল-দোলানো
কামনা করি একান্তে
কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায়
কার বাঁশি নিশিভোরে
কার মিলন চাও
কার যেন এই মনের বেদন
কার হাতে এই মালা তোমার
কার হাতে যে ধরা দেব
কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে
কাল সকালে উঠব
কালী কালী বলো রে আজ
কালের মন্দিরা যে সদাই
কালো মেঘের ঘটা ঘনায়
কাহার গলায় পরাবি গানের রতনহার
কাহারে হেরিলাম
কিছু বলব ব'লে
কিছুই তো হল না
কিসের ডাক তোর কিসের

কী কথা বলিস তুই
কী করিব বলো, সখা
কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য
কী গাব আমি, কী শুনাব
কী ঘোর নিশীথ
কী জানি কী ভেবেছ
কী দোষ করেছি
কী দোষে বাঁধিলে
কী ধ্বনি বাজে
কী পাই নি তারি হিসাব
কী ফুল ঝরিল
কী বলিনু আমি
কী বলিলে, কী শুনিলাম
কী বেদনা মোর জানো
কী ভয় অভয়ধামে, তুমি মহারাজা
কী ভাবিছ নাথ
কী যে ভাবিস তুই অন্যমনে
কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে
কী সুর বাজে আমার প্রাণে
কী হল আমার! বুঝি বা
কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন
কূল থেকে মোর গানের তরি
কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি
কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া
কে এল আজি এ ঘোর
কে এল আজি (কালমৃগয়া)
কে এসে যায় ফিরে
কে গো অন্তরতর সে
কে উঠে ডাকি মম
কে ডাকে আমি কভু
কে ডাকে। আমি কভু (মায়ার খেলা)
কে তুমি গো খুলিয়াছ
কে জানিত তুমি ডাকিবে
কে জানে কোথা সে
কে দিল আবার আঘাত
কে বলে ‘যাও যাও’
কে বলেছে তোমায়, বঁধু
কে বসিলে আজি
কে যায় অমৃতধামযাত্রী
কে যেতেছিস, আয় রে
কে) রঙ লাগালে বনে বনে
কে রে ওই ডাকিছে
কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
কেটেছে একেলা (চিত্রাঙ্গদা)
কেন আমায় পাগল করে যাস
কেন এলি রে
কেন গো আপনমনে
কেন গো সে মোরে
কেন চেয়ে আছ গো মা
কেন চোখের জলে
কেন জাগে না, জাগে না
কেন ধরে রাখা
কেন তোমরা আমায় ডাকো
কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়
কেন নিবে গেল বাতি
কেন পান্থ, এ চঞ্চলতা
কেন বাজাও কাঁকন কনকন
কেন বাণী তব নাহি শুনি
কেন যামিনী না যেতে জাগালে না
কেন যে মন ভোলে
কেন রাজা, ডাকিস কেন
কেন রে এই দুয়ারটুকু পার
কেন রে এতই যাবার ত্বরা
কেন রে ক্লান্তি আসে
কেন রে চাস ফিরে ফিরে
কেন সারা দিন ধীরে ধীরে
কেবল থাকিস সরে
কেমনে ফিরিয়া যাও
কেমনে রাখিবি তোরা
কেমনে শুধিব বলো
কেহ কারো মন বুঝে না
কো তুঁহু বোলবি মোয়
কোথা ছিলি সজনী লো
কোথা বাইরে দূরে
কোথা যে উধাও হল
কোথা হতে বাজে প্রেমবেদনা
কোথা হতে শুনতে যেন পাই
কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার
কোথা লুকাইলে
কোথায় আলো, কোথায় ওরে
কোথায় জুড়াতে আছে
কোথায় তুমি, আমি
কোথায় ফিরিস পরম শেষের
কোথায় সে উষাময়ী

কোন্ অপরূপ স্বর্গের
কোন্ অযাচিত আশার আলো
কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
কোন্ খেপা শ্রাবণ ছুটে
কোন্ খেলা যে খেলব
কোন্ গহন অরণ্যে
কোন্ ছলনা এ যে
কোন্ দেবতা সে
কোন্ দেবতা সে (চিত্রাঙ্গদা)
কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে
কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি
কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি(শ্যামা)
কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি
কোন্ শুভখনে উদিবে
কোন্ সে ঝড়ের ভুল
কোন্ সুদূর হতে আমার
কোলাহল তো বারণ হল
ক্ষত যত ক্ষতি যত
ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে(চিত্রাঙ্গদা)
ক্ষমা করো প্রভু
ক্ষমা করো মোরে সখী
ক্ষমা করো মোরে (কালমৃগয়া)
ক্ষমিতে পারিলাম না
ক্ষুধার্ত প্রেম তার
ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী
ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল
ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো
কাঁটাবনবিহারিণী
কাঁপিছে দেহলতা

খ গ ঘ ঙ top

খরবায়ু বয় বেগে
খাঁচার পাখি ছিল
খুলে দে তরণী
খেলা কর্, খেলা কর্
খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি
খেলার ছলে সাজিয়ে আমার
খেলার সাথি, বিদায়দ্বার
খোলো খোলো দ্বার
খ্যাপা তুই আছিস আপন
গগনে গগনে আপনার মনে
গগনে গগনে ধায় হাঁকি
গন্ধ রেখার পথে তোমার
গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে
গভীর রাতে ভক্তিভরে
গরব মম হরেছ, প্রভু
গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে
গহন ঘন ছাইল
গহন ঘন বনে
গহন রাতে শ্রাবণধারা
গহনে গহনে যা রে তোরা
গহনে গহনে যা রে (কালমৃগয়া)
গা সখী, গাইলি যদি
গাও বীণা বীণা, গাও রে
গান আমার যায় ভেসে যায়
গানে গানে তব বন্ধন
গানের ঝরনাতলায়
গানের ভিতর দিয়ে যখন
গানের ডালি ভোরে দে গো
গানের ভেলায় বেলা অবেলায়
গানগুলি মোর শৈবালেরই দল
গানের সুরের আসনখানি
গাব তোমার সুরে
গায়ে আমার পুলক লাগে
গিয়াছে সে দিন যে
গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ
গুরুপদে মন করো
গেল গেল নিয়ে গেল
গেল গো ফিরিল না
গোধূলিগগনে মেঘে
গোপন কথাটি রবে না
গোপন প্রাণে একলা মানুষ
গোলাপ ফুল ফুটিয়ে
গোলাপ হোথা ফুটিয়ে
গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির
ঘরেতে ভ্রমর এল
ঘাটে বসে আছি আনমনা
ঘুম কেন নেই তোরই চোখে
ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন
ঘুমের ঘন গহন হতে (চণ্ডালিকা)
ঘোর দুঃখে জাগিনু
ঘোরা রজনী, এ মোহঘনঘটা
ঘরে মুখ মলিন দেখে

চ ছ জ ঝ top

চোখের আলোয় দেখেছিলেম

চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো
চক্ষে আমার তৃষ্ণা (চণ্ডালিকা)
চপল তব নবীন আঁখি দুটি
চরণ ধরিতে দিয়ো গো
চরণধ্বনি শুনি তব
চরণরেখা তব যে পথে
চরাচর সকলই মিছে মায়া
চাঁদ হাসো, হাসো
চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে
চল্ চল্ ভাই
চল্ চল্ ভাই (কালমৃগয়া)
চলি গো, চলি গো
চলে ছলোছলো নদীধারা
চলে যাবি এই যদি তোর
চলে যায় মরি হায়
চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া
চলেছে তরণী প্রসাদপবনে
চলো চলো, চলো চলো
চলো নিয়ম মতে
চলো যাই, চলো, যাই
চাহি না সুখে থাকিতে হে
চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে
চিত্ত আমার হারালো আজ
চিত্ত পিপাসিত রে
চিনিলে না আমারে কি
চিরদিবস নব মাধুরী
চির-পুরানো চাঁদ
চিরবন্ধু চিরনির্ভর
চিরসখা, ছেড়ো না
চিঁড়েতন হর্তন ইস্কাবন
চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে
চেনা ফুলের গন্ধস্রোতে
চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে
চোখ যে ওদের ছুটে চলে
ছায়া ঘনাইছে বনে
ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো
ছাড়ব না ভাই
ছি ছি, কুৎসিত কুরূপ
ছি ছি, চোখের জলে
ছি ছি, মরি লাজে
ছি ছি সখা, কী করিলে
ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী
ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে
ছিল যে পরানের
ছিলে কোথা বলো
ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই
জগত জুড়ে উদার সুরে
জগতে আনন্দযজ্ঞে
জগতে তুমি রাজা
জগতের পুরোহিত তুমি
জনগণমন-অধিনায়ক জয়
জননী, তোমার করুণ চরণখানি
জননীর দ্বারে আজি ওই শুন
জয় করে তবু ভয় কেন তোর
জয় জয় জয় হে জয় জ্যোতির্ময়
জয় জয় তাসবংশ-অবতংস
জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি
জয় তব বিচিত্র আনন্দ
জয় তব হোক জয়
জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর
জয় রাজরাজেশ্বর
জয় হোক, জয় হোক
জয়তি জয় জয় রাজন্
জয়যাত্রায় যাও গো
জরজর প্রাণে, নাথ, বরিষন
জল এনে দে, রে বাছা
জল দাও আমায়
জলে-ডোবা চিকন শ্যামল
জড়ায়ে আছে বাধা
জাগ' আলসশয়নবিলগ্ন
জাগ' জাগ' রে জাগ' সঙ্গীত
জাগে নাথ জোছনারাতে
জাগে নাথ জ্যোৎস্নারাতে
জাগো নির্মল নেত্রে
জাগরণে যায় বিভাবরী
জাগিতে হবে রে
জাগে নি এখনো
জাগো আলসশয়নবিলগ্ন
জাগো হে রুদ্র
জাগ্রত বিশ্বকোলাহল-মাঝে
জানি গো, দিন যাবে
জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে
জানি জানি কোন্ আদি কাল
জানি জানি তোমার প্রেমে সকল

জানি, জানি হল যাবার আয়োজন
জানি তুমি ফিরে আসিবে
জানি তোমার অজানা নাহি গো
জানি তোমার প্রেমে সকল
জানি নাই গো সাধন তোমার
জানি হে যবে প্রভাত হবে
জীবন আমার চলছে যেমন
জীবন যখন ছিল ফুলের
জীবন যখন শুকায়ে যায়
জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে
জীবনে আজ কি প্রথম
জীবনে আজ কি (মায়ার খেলা)
জীবনে আমার যত আনন্দ
জীবনে এ কি প্রথম বসন্ত
জীবনে পরম লগন
জীবনে পরম লগন (শ্যামা)
জীবনে যত পূজা হল না
জীবনের কিছু হল না
জেনো প্রেম চিরঋণী
জেনো প্রেম চিরঋণী(শ্যামা)
জোনাকী, কী সুখে ওই
জ্বল্ জ্বল্ চিতা
জ্বলে নি আলো
ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন
ঝরা পাতা গো, আমি
ঝরে ঝরো ঝরো ভাদরবাদর
ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
ঝরো-ঝরো ঝরো-ঝরো ঝরে
ঝর ঝর রক্ত ঝরে
ঝরঝর বরিষে
ঝাঁকড়া চুলের মেয়ের কথা

ট ঠ ড ঢ ণ top

ঠাকুরমশায় দেরি না সয়
ডাকব না, ডাকব না অমন করে
ডাকিছ কে তুমি তাপিত
ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু
ডাকিল মোরে জাগার সাথি
ডাকে বার বার ডাকে
ডাকো মোরে আজি এ
ডুবি অমৃতপাথারে
ডেকেছেন প্রিয়তম
ডেকো না আমারে, ডেকো না
ঢাকো রে মুখ

ত থ top

তপস্বিনী হে ধরণী
তপের তাপের বাঁধন
তব অমল পরশরস
তব প্রেম সুধারসে
তব সিংহাসনের আসন হতে
তবু পারি নে সঁপিতে
তবু মনে রেখো
তবে আয় সবে আয়
তবে শেষ করে দাও
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
তরীতে পা দিই নি আমি
তরুতলে ছিন্নবৃন্ত
তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ
তাই তোমার আনন্দ আমার
তাই হোক তবে তাই হোক
তার অন্ত নাই গো যে
তার বিদায়বেলার মালাখানি
তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার
তারে কেমনে ধরিবে
তারে কেমনে ধরিবে (মায়ার খেলা)
তারে দেখাতে পারি নে কেন
তারে দেখাতে পারি নে (মায়ার খেলা)
তারে দেহো গো
তারো তারো, হরি, দীনজনে
তাঁহার আনন্দধারা
তাঁহার অসীম মঙ্গললোক
তাঁহারে আরতি করে
তিমির-অবগুণ্ঠনে
তিমিরদুয়ার খোলো
তিমিরবিভাবরী কাটে
তিমিরময় নিবিড় নিশা
তুই অবাক ক'রে দিলি
তুই কেবল থাকিস সরে
তুই ফেলে এসেছিস কারে
তুই রে বসন্তসমীরণ
তুমি অতিথি
তুমি আছ কোন্ পাড়া
তুমি আপনি জাগাও মোরে
তুমি আমায় করবে মস্ত লোক
তুমি আমাদের পিতা

তুমি আমায় ডেকেছিলে
তুমি ইন্দ্রমণির হার
তুমি ঊষার সোনার বিন্দু
তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো
তুমি একলা ঘরে বসে বসে
তুমি এ-পার ও-পার কর
তুমি এবার আমায় লহো
তুমি কাছে নাই ব'লে
তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
তুমি কি কেবলই ছবি
তুমি কিছু দিয়ে যাও
তুমি কে গো, সখীরে
তুমি কেমন করে গান করো
তুমি কোন্ কাননের ফুল
তুমি কোন্ পথে যে এলে
তুমি কোন্ ভাঙনের পথে
তুমি খুশি থাক
তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে
তুমি জাগিছ কে
তুমি তো সেই
তুমি জানো, ওগো অন্তর্যামী
তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
তুমি ধন্য ধন্য হে
তুমি নব নব রূপে
তুমি পড়িতেছ হেসে
তুমি বন্ধু, তুমি নাথ
তুমি বাহির থেকে দিলে
তুমি মোর পাও নাই পরিচয়
তুমি যত ভার দিয়েছ
তুমি যে আমারে চাও
তুমি যে এসেছ মোর ভবনে
তুমি যে চেয়ে আছ
তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
তুমি যেয়ো না এখনি
তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা
তুমি সুন্দর, যৌবনঘন
তুমি হঠাৎ-হাওয়ার
তুমি হে প্রেমের রবি
তৃষ্ণার শান্তি
তৃষ্ণার শান্তি (চিত্রাঙ্গদা)
তোলন-নামন পিছন-সামন
তোমা লাগি, নাথ, জাগি
তোমরা যা বলো তাই বলো
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
তোমা লাগি যা করেছি
তোমাদের একি ভ্রান্তি
তোমাদের দান যশের ডালায়
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
তোমায় কিছু দেব বলে
তোমায় গান শোনাব
তোমায় চেয়ে আছি বসে
তোমায় দেখে মনে লাগে
তোমায় নতুন করে পাব ব'লে
তোমায় যতনে রাখিব
তোমায় সাজাব যতনে
তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
তোমার আনন্দ ওই গো
তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে
তোমার আমার এই বিরহের
তোমার আসন পাতব কোথায়
তোমার আসন শূন্য আজি
তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে
তোমার কটি তটের ধটি
তোমার কথা হেথা কেহ তো
তোমার কাছে এ বর মাগি
তোমার কাছে দোষ করি নাই
তোমার কাছে শান্তি চাব না
তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে
তোমার গীতি জাগাল স্মৃতি
তোমার গোপন কথাটি, সখী,
তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি
তোমার দেখা পাব ব'লে এসেছি
তোমার দ্বারে কেন আসি
তোমার নয়ন আমায় বারে বারে
তোমার নাম জানি নে
তোমার পতাকা যারে দাও তারে
তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ
তোমার পূজার ছলে
তোমার প্রেমে ধন্য কর
তোমার প্রেমের বীর্যে
তোমার বাস কোথা যে পথিক
তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
তোমার বীণায় গান ছিল

তোমার বৈশাখে ছিল
তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি
তোমার মনের একটি কথা আমায় বলো
তোমার মোহন রূপে
তোমার রঙিন পাতায় লিখব
তোমার শেষের গানের রেশ
তোমার সুর শুনায়ে
তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায়
তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
তোমার হল শুরু
তোমার হাতের অরুণলেখা
তোমার হাতের রাখীখানি
তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ
তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে
তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে
তোমারি তরে, মা
তোমারি নাম বলব
তোমারি নামে নয়ন মেলিনু
তোমারি মধুর রূপে
তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
তোমারি সেবক করো হে
তোমারে জানি নে হে
তোমারেই করিয়াছি জীবনের
তোমা-লাগি, নাথ, জাগি
তোমা-হীন কাটে দিবস
তোর আপন জনে ছাড়বে
তোর গোপন প্রাণে একলা মানুষ
তোর প্রাণের রস তো
তোর ভিতরে জাগিয়া
তোর শিকল আমায় বিকল
তোরা বসে গাঁথিস মালা
তোরা যে যা বলিস ভাই
তোরা শুনিস নি কি
থাকতে আর তো পারলি নে মা
থামাও রিমিকি-ঝিমিকি
থামো থামো

দ ধ top

দই চাই গো, দই চাই
দখিন-হাওয়া জাগো জাগো
দয়া করো অনাথারে
দয়া করো, দয়া করো
দয়া দিয়ে হবে গো
দাও হে আমার ভয় ভেঙে
দাঁড়াও আমার আঁখির আগে
দাঁড়াও, কোথা চলো
দাঁড়াও, মন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে
দাঁড়াও, মাথা খাও
দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে
দারুণ অগ্নিবাণে রে
দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়
দিন অবসান হল
দিন পরে যায় দিন
দিন ফুরালো হে সংসারী
দিন যদি হল অবসান
দিন যায় রে দিন যায়
দিনশেষে বসন্ত যা
দিনশেষের রাঙা মুকুল
দিনের বিচার করো
দিনের বেলায় বাঁশি তোমার
দিয়ে গেনু বসন্তের
দিনান্তবেলায়
দিনের পরে দিন যে গেল
দিনের বিচার করো
দিবস রজনী আমি যেন কার
দিবস রজনী আমি যেন (মায়ার খেলা)
দীনহীন বালিকার সাজে
দীপ নিবে গেছে মম
দীর্ঘ জীবনপথ
দুই হাতে কালের মন্দিরা
দুই হৃদয়ের নদী একত্র
দুইটি হৃদয়ে একটি আসন
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো
দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার
দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই
দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ যে তোর নয় রে
দুঃখরাতে হে নাথ
দুখের কথা তোমায় বলিব না
দুঃখের তিমিরে যদি
দুঃখের বরষায় চক্ষের জল
দুখের বেশে এসেছ ব'লে
দুখের মিলন টুটিবার
দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে
দুজনে এক হয়ে যাও

দুজনে দেখা হল
দুজনে যেথায় মিলিছে সেথায়
দুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমি
দুয়ার মোর পথপাশে
দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া
দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
দূর রজনীর স্বপন লাগে
দূরে কোথায় দূরে
দূরে দাঁড়ায়ে আছে
দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে
দে তোরা আমায়
দে তোরা আমায়(চিত্রাঙ্গদা)
দে পড়ে দে আমায় তোরা
দে লো, সখী,
দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে-দেওয়া
দেখ্ দেখ্, দুটো পাখি
দেখব কে তোর কাছে আসে
দেখা না-দেখায় মেশা
দেখায়ে দে কোথা আছে
দেখে যা, দেখে যা
দেখো ওই কে এসেছে
দেখো চেয়ে দেখো
দেখো, শুকতারা আঁখি
দেখো, সখা, ভুল করে
দেখো হো ঠাকুর
দেবতা জেনে দূরে রই
দেবাধিদেব মহাদেব
দেশ দেশ নন্দিত করি
দেশে দেশে ভ্রমি তব
দৈবে তুমি কখন নেশায়
দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা
দোষী করিব না
দোষী করো আমায়
দ্বারে কেন দিলে নাড়া
ধনে জনে আছি জড়ায়ে
ধর্ ধর্, ওই চোর
ধরণী দূরে চেয়ে
ধরণীর গগনের
ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি
ধরা সে যে দেয় নাই
ধরা সে যে দেয় নাই(শ্যামা)
ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
ধীরে ধীরে ধীরে বও
ধীরে ধীরে প্রাণে আমার
ধীরে বন্ধু, গো, ধীরে
ধূসর জীবনের গোধূলিতে
ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর

ন top

নদীপারের এই আষাঢ়ের
নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
নয়ন মেলে দেখি
নব আনন্দে জাগো
নব কুন্দধবলদলসুশীতলা
নব নব পল্লবরাজি
নব বৎসরে করিলাম পণ
নব বসন্তের দানের
নব বসন্তের দানের (চণ্ডালিকা)
নবজীবনের যাত্রাপথে
নমি নমি চরণে
নমি নমি, ভারতী
নমো, নমো, নমো করুণাঘন
নমো, নমো, নমো তুমি ক্ষুধার্তজনশরণ্য
নমো নমো, তুমি সুন্দরতম
নমো, নমো নির্দয় অতি
নমো নমো শচীচিতরঞ্জন
নমো নমো, হে বৈরাগী
নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র
নয় এ মধুর খেলা
নয়ন ছেড়ে গেলে চলে
নয়ান ভাসিল জলে
নহ মাতা, নহ কন্যা
নহে নহে, এ নহে
না, কিছুই থাকবে না
না-গান-গাওয়ার দল
না গো, এই যে ধুলা
না চাহিলে যারে পাওয়া যায়
না জানি কোথা এলুম
না, না গো না
না না না বন্ধু
না না, ভুল কোরো না গো
না বলে যায় পাছে সে
না বলে যেয়ো না চলে
না বাঁচাবে আমায় যদি
না বুঝে কারে তুমি

না বুঝে কারে তুমি (মায়ার খেলা)
না যেয়ো না, যেয়ো নাকো
না রে, না রে, ভয় করব না
না রে, না রে, হবে না তোর
না সখা, মনের ব্যথা কোরো না
না সজনী, না
নাই নাই নাই যে বাকি
নাই নাই ভয়, হবে হবে
নাই বা এলে যদি সময় নাই
নাই বা ডাকো রইব তোমার দ্বারে
নাই ভয়, নাই ভয়
নাই যদি বা এলে তুমি
নাই রস নাই
নাচ্ শ্যামা, তালে তালে
নাথ হে, প্রেমপথে সব
নাম লহো দেবতার
নারীর ললিত লোভন লীলায়
নারীর ললিত লোভন (চিত্রাঙ্গদা)
নাহয় তোমার যা হয়েছে
নিকটে দেখিব তেমারে
নিত্য তোমার যে ফুল
নিত্য নব সত্য তব
নিত্য সত্যে চিন্তন
নিদ্রাহারা রাতের এ গান বাঁধব
নিবিড় অন্তরতর বসন্ত
নিবিড় অমা-তিমির হতে
নিবিড় ঘন আঁধারে
নিবিড় মেঘের ছায়ায়
নিভৃত প্রাণের দেবতা
নিমেষের তরে শরমে
নিমেষের তরে (মায়ার খেলা)
নিয়ে আয় কৃপাণ
নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে
নির্মল কান্ত, নমো হে
নিশা-অবসানে কে দিল
নিশার স্বপন ছুটল রে
নিশিদিন চাহো রে
নিশিদিন ভরসা রাখিস
নিশিদিন মোর পরানে
নিশীথরাতের প্রাণ
নিশীথশয়নে ভেবে রাখি
নিশীথে কী কয়ে গেল মনে
নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
নীরব রজনী দেখো মগ্ন
নীরবে আছ কেন
নীরবে থাকিস, সখী
নীরবে থাকিস, সখী(শ্যামা)
নীল-অঞ্জনঘন
নীল আকাশের কোণে কোণে
নীল দিগন্তে ওই ফুলের
নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে
নীলাঞ্জনছায়া
নূতন পথের পথিক হয়ে
নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা
নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি
নৃত্যের তালে তালে
নেহারো, লো সহচরী
ন্যায় অন্যায় জানি নে

প ফ top

পথ এখনো শেষ হল না
পথ চেয়ে যে কেটে
পথ দিয়ে কে যায় গো
পথ ভুলেছিস সত্যি
পথহারা তুমি পথিক যেন গো
পথহারা তুমি পথিক (মায়ার খেলা)
পথিক পরান, চল্
পথিক মেঘের দল জোটে
পথিক হে ওই-যে চলে
পথে চলে যেতে
পথে যেতে তোমার সাথে
পথে যেতে ডেকেছিলে
পথের শেষ কোথায়
পরবাসী, চলে এসো ঘরে
পাখি আমার নীড়ের পাখি
পাখি বলে, চাঁপা, আমারে কও
পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে
পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে
পাগলিনী, তোর লাগি
পাছে চেয়ে বসে
পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়
পাতার ভেলা ভাসাই নীরে
পাত্রখানা যায় যদি যাক
পাদপ্রান্তে রাখ' সেবকে
পান্থ, এখনো কেন অলসিত

পান্থ তুমি, পান্থজনের
পান্থপাখির রিক্ত কুলায়
পায়ে পড়ি শোনো ভাই
পারবি না কি যোগ দিতে এই
পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া
পিনাকেতে লাগে টঙ্কার
পিপাসা হায় নাহি মিটিল
পুব-সাগরের পার হতে
পুব-হাওয়াতে দেয় দোলা
পুরাতনকে বিদায় দিলে না
পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে
পুরানো সেই দিনের কথা
পুরী হতে পালিয়েছে
পুষ্প দিয়ে মারো যারে
পুষ্প ফুটে কোন্
পুষ্পবনে পুষ্প নাহি
পূর্ণ-আনন্দ পূর্ণমঙ্গলরূপে
পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি
পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা
পূর্বগগনভাগে
পূর্বাচলের পানে তাকাই
পেয়েছি অভয়পদ
পেয়েছি ছুটি, বিদায়
পেয়েছি সন্ধান তব
পোহালো পোহালো বিভাবরী
পোড়া মনে শুধু পোড়া
পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে
প্রখর তপনতাপে
প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি
প্রতিদিন আমি
প্রতিদিন তব গাথা
প্রথম আদি তব শক্তি
প্রথম আলোর চরণধ্বনি
প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে
প্রভাত হইল নিশি
প্রভাত-আলোরে মোর
প্রভাতে বিমল আনন্দে
প্রভাতের আদিম আভাস
প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত
প্রভু আমার, প্রিয় আমার
প্রভু, এসেছ উদ্ধারিতে
প্রভু, খেলেছি অনেক
প্রভু তোমা লাগি
প্রভু তোমার বীণা যেমনি
প্রভু, বলো বলো কবে
প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন
প্রলয়নাচন নাচলে যখন
প্রহরী, ওগো প্রহরী
প্রহরশেষের আলোয় রাঙা
প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায়
প্রাণ চায় চক্ষু না চায়
প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি
প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি (কালমৃগয়া)
প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে
প্রাণে গান নাই
প্রাণের প্রাণ জাগিছে
প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি
প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে
প্রেমপাশে ধরা পড়েছে
প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ
প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে
প্রেমের জোয়ারে
প্রেমের জোয়ারে(শ্যামা)
প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে
প্রেমের ফাঁদ পাতা (মায়ার খেলা)
প্রেমের মিলনদিনে
ফল ফলাবার আশা আমি
ফাগুন-হাওয়ায় রঙে রঙে পাগল
ফাগুন, হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি
ফাগুনের নবীন আনন্দে
ফাগুনের পূর্ণিমা
ফাগুনের শুরু হতেই
ফিরবে না তা জানি
ফিরায়ো না মুখখানি
ফিরে আমায় মিছে
ফিরে চল্, ফিরে চল্
ফিরে যাও, কেন ফিরে
ফিরে ফিরে আমায় মিছে
ফিরে ফিরে ডাক্ দেখি রে
ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও
ফিরো না ফিরো না আজি
ফুরালো পরীক্ষার এই
ফুরালো ফুরালো এবার

ফুল তুলিতে ভুল করেছি
ফুল বলে, ধন্য আমি
ফুল বলে, ধন্য আমি (চণ্ডালিকা)
ফুলটি ঝরে গেছে
ফুলে ফুলে ঢ'লে
ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে

ব ভ

top

বকুলগন্ধে বন্যা এল
বজাও রে মোহন বাঁশি
বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা
বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু
বন্ধু, রহো রহো
বর্ষ গেল, বৃথা গেল
বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে
বলি গো সজনী
বলেছিল 'ধরা দেব না'
বলে দাও জল, দাও জল
বলো বলো, বন্ধু, বলো
বড়ো থাকি কাছাকাছি
বড়ো বিস্ময় লাগে
বড়ো বেদনার মতো বেজেছ
বহু যুগের ও পার হতে
বহে নিরন্তর অনন্ত
বঁধু, কোন আলো লাগল
বঁধু, তোমায় করব রাজা
বঁধু, মিছে রাগ
বঁধুয়া, অসময়ে কেন
বঁধুয়া, হিয়া-পর আও রে
বঁধুর লাগি কেশে আমি
বনে এমন ফুল ফুটেছে
বনে বনে সবে মিলে
বনে যদি ফুটল কুসুম
বরিষ ধরা-মাঝে
বল্, গোলাপ, মোরে বল্
বল দাও মোরে বল দাও
বলব কী আর বলব
বলি, ও আমার গোলাপ-বালা
বলো তো এইবারের মতো
বলো বলো, পিতা,
বলো সখী, বলো তারি নাম
বসে আছি হে
বসন্ত আওল রে
বসন্ত তার গান লিখে
বসন্ত, তোর শেষ ক'রে দে
বসন্ত সে যায় তো হেসে
বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
বসন্তে কি শুধু কেবল
বসন্তে ফুল গাঁথল
বসন্তে-বসন্তে তোমার কবিরে
বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর
বাকি আমি রাখব না
বাঁচান বাঁচি, মারেন মারি
বাছা, তুই যে আমার
বাছা, মোর মন্ত্র
বাছা, সহজ ক'রে বল্
বাজাও আমারে বাজাও
বাজাও তুমি কবি তোমার
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে
বাজে করুণ সুরে
বাজে গুরুগুরু শঙ্কার ডঙ্কা
বাজে গুরুগুরু শঙ্কার (শ্যামা)
বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে
বাজে রে বাজে রে
বাজে রে বাজে ডমরু
বাজো রে বাঁশরি
বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে
বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী
বাণী মোর নাহি
বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল
বাদল-ধারা হল সারা
বাদল-বাউল বাজায় রে
বাদল-মেঘে মাদল বাজে
বাদরবরখন, নীরদগরজন
বাধা দিলে বাধবে লড়াই
বাঁধন কেন ভূষণ-বেশে
বাঁধন ছেঁড়ার সাধন
বার বার, সখি, বারণ করনু
বারে বারে পেয়েছি যে
বারে বারে ফিরে ফিরে
বাঁশরি বাজাতে চাহি
বাঁশি আমি বাজাই নি কি
বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী

বাহির পথে বিবাগি হিয়া
বাহির হলেম আমি আপন
বাহিরে ভুল হানবে যখন
বাংলার মাটি, বাংলার জল
বিজয়মালা এনো আমার লাগি
বিধির বাঁধন কাটবে তুমি
বিদায় করেছ যারে
বিদায় করেছ (মায়ার খেলা)
বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বিদায় যখন চাইবে তুমি
বিধি ডাগর আঁখি
বিনা সাজে সাজি দেখা দিয়েছিলে
বিনা সাজে সাজি (চিত্রাঙ্গদা)
বিপদে মোরে রক্ষা করো
বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই
বিপুল তরঙ্গ রে
বিমল আনন্দে জাগো
বিরস দিন, বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে
বিরহ মধুর হল আজি
বিরহে মরিব ব'লে
বিশ্ব যখন নেদ্রামগন
বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ
বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন
বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ
বিশ্বরাজালয়ে বিশ্বজন
বিশ্বসাথে যোগে যেথায়
বীণা বাজাও হে মম
বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি
বুক যে ফেটে যায়
বুঝি এল, বুঝি এল
বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল
বুঝি বেলা বহে যায়
বুঝেছি কি বুঝি নাই বা
বুঝেছি বুঝেছি সখা
বৃথা গেয়েছি বহু গান
বৃষ্টিশেষের হাওয়া
বেদনা কী ভাষায় রে
বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা
বেঁধেছ প্রেমের পাশে
বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে
বেলা যায় বহিয়া
বেলা যে চলে যায়
বেসুর বাজে রে
বৈশাখ হে, মৌনী তাপস
বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া
ব্যাকুল প্রাণ কোথা সুদূরে
ব্যাকুল বকুলের ফুলে
ব্যাকুল হয়ে বনে বনে
ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা
ব্রহ্মচর্য!— পুরুষের স্পর্ধা
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
ভক্তহৃদিবিকাশ প্রাণবিমোহন
ভয় নেই রে তোদের
ভয় হতে তব অভয় মাঝে
ভয় হয় পাছে তব নামে
ভয়েরে মোর আঘাত করো
ভরা থাক স্মৃতিসুধায়
ভস্মে ঢাকে ক্লান্ত
ভাগ্যবতী সে যে
ভাঙা দেউলের দেবতা
ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও
ভাঙব তাপস
ভাঙল হাসির বাঁধ
ভাবনা করিস নে তুই
ভারত রে, তোর কলঙ্কিত
ভালো ভালো, তুমি
ভালো মানুষ নই রে মোরা
ভালো যদি বাস, সখী
ভালোবাসি, ভালোবাসি
ভালোবাসিলে যদি সে ভালো
ভালোবেসে দুখ সেও
ভালোবেসে যদি সুখ নাহি
ভালোবেসে যদি (মায়ার খেলা)
ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে
ভাসিয়ে দে তরী
ভিক্ষে দে গো
ভুবন হইতে ভুবনবাসী
ভুবনজোড়া আসনখানি
ভুবনেশ্বর হে
ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে
ভুল করেছিনু (মায়ার খেলা)
ভুলে ভুলে আজ ভুলময়
ভুলে যাই থেকে থেকে
ভেঙে মোর ঘরের চাবি

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ
ভেবেছিলেম আসবে ফিরে
ভোর থেকে আজ বাদল
ভোর হল বিভাবরী
ভোর হল যেই শ্রাবণশর্বরী
ভোরের বেলা কখন এসে

ম top

মণিপুরনৃপদুহিতা
মধুঋতু নিত্য হয়ে রইল
মধু-গন্ধে ভরা
মধুর, তোমার শেষ যে না
মধুর বসন্ত এসেছে মধুর
মধুর বসন্ত এসেছে (মায়ার খেলা)
মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
মধুর মিলন
মধুর রূপে বিরাজ
মধ্যদিনে যবে গান
মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে
মন, জাগ' মঙ্গললোকে
মন জানে মনোমোহন আইল
মন তুমি, নাথ
মন প্রাণ কাড়িয়া লও
মন মোর মেঘের সঙ্গী
মন যে বলে চিনি চিনি
মন রে ওরে মন, তুমি কোন্
মন হতে প্রেম যেতেছে
মনে কী দ্বিধা
মনে যে আশা লয়ে
মনে রয়ে গেল মনের কথা
মনে রবে কি না রবে আমারে
মনে হল পেরিয়ে এলেম
মনে হল যেন পেরিয়ে
মনের মতো কারে
মনের মধ্যে নিরবধি
মনোমন্দিরসুন্দরী
মনোমোহন, গহন যামিনীশেষে
মন্দিরে মম কে
মম অঙ্গনে স্বামী
মম অন্তর উদাসে
মম চিত্তে নিতি নৃত্যে
মম দুঃখের সাধন
মম মন-উপবনে চলে
মম যৌবননিকুঞ্জে
মম রুদ্ধমুকুলদলে এসো সৌরভ-অমৃতে
মরণ রে, তুঁহুঁ মম
মরণসাগরপারে তোমরা
মরণের মুখে রেখে দূরে
মরি ও কাহার বাছা
মরি লো কার বাঁশি নিশিভোরে
মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে
মরুবিজয়ের কেতন উড়াও
মলিন-মুখে ফুটুক
মহানন্দে হেরো
মহাবিশ্বে মহাকাশে
মহারাজ, একি সাজে
মা আমার, কেন তোরে ম্লান
মা, আমি তোর কী
মা, একবার দাঁড়া গো
মা, ওই-যে তিনি
মা কি তুই পরের দ্বারে
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
মাটি তোদের ডাক দিয়েছে
মাটির প্রদীপখানি আছে
মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল
মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন
মাধব, না কহ আদরবাণী
মাধবী হঠাৎ কোথা হতে
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
মানা না মানিলি
মায়াবনবিহারিণী হরিণী
মালা হতে খসে-পড়া ফুলের
মেঘ বলেছে 'যাব যাব'
মেঘছায়ে সজলবায়ে
মেঘের কোলে কোলে
মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
মেঘের পরে মেঘ জমেছে
মেঘেরা চলে যায়
মোদের কিছু নাই রে নাই
মোদের যেমন খেলা তেমনি
মোর পথিকেরে বুঝি
মোর প্রভাতের এই প্রথম
মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে
মোর ভাবনারে কী হাওয়ায়
মোর মরণে তোমার হবে জয়

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে
মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে
মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
মোরা চলব না
মোরা জলে স্থলে
মোরা ভাঙব তাপস
মোরা সত্যের 'পরে মন
মোরে ডাকি লয়ে যাও
মোরে বারে বারে ফিরালে
মোহিনী মায়া এল
মিটিলসব ক্ষুধা
মিলনরাতি পোহালো
মীনকেতু
মুখখানি কর মলিন বিধুর
মুখপানে চেয়ে দেখি

য top

যখন এসেছিলে
যখন তুমি বাঁধছিলে তার
যখন তোমায় আঘাত করি
যখন দেখা দাও নি
যখন পড়বে না মোর
যখন ভাঙল মিলন-মেলা
যখন মল্লিকাবনে
যখন সারা নিশি ছিলেম শুয়ে
যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখ
যতবার আলো জ্বালাতে চাই
যদি আমায় তুমি বাঁচাও, তবে
যদি আসে তবে কেন
যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার
যদি কেহ নাহি
যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা
যদি জোটে রোজ
যদি ঝড়ের মেঘের
যদি তারে নাই চিনি গো
যদি তোমার দেখা না পাই
যদি তোর ডাক শুনে কেউ
যদি তোর ভাবনা থাকে
যদি প্রেম দিলে না
যদি বারণ কর তবে গাহিব না
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ
যদি মিলে দেখা
যদি হল যাবার ক্ষণ
যদি হায় জীবন পূরণ
যবে রিমিকি ঝিমিকি ঝরে
যা ছিল কালো-ধলো
যা পেয়েছি প্রথম দিনে
যা হবার তা হবে
যা হারিয়ে যায় তা আগলে
যাই যাই, ছেড়ে দাও
যাও, যাও যদি যাও তবে
যাও রে অনন্ত ধামে
যাওয়া-আসারই এই কি
যায় দিন, শ্রাবণদিন যায়
যায় নিয়ে যায় আমায় আপন গানের তানে
যাক ছিঁড়ে, যাক
যাত্রাবেলায় রুদ্র রবে
যাত্রী আমি ওরে
যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি
যাব, যাব, যাব তবে
যাবই আমি যাবই ওগো
যাবার বেলা শেষ কথাটি
যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে
যারা কাছে আছে তারা কাছে
যারা বিহান-বেলায় গান এনেছিল
যারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে
যারে মরণ-দশায় ধরে
যাহা পাও তাই লও, হাসিমুখে
যিনি সকল কাজের কাজী
যুগে যুগে বুঝি আমায়
যুদ্ধ যখন বাধিল অচলে
যে আমারে দিয়েছে ডাক
যে আমারে পাঠালো এই
যে আমি ওই ভেসে চলে
যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে
যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়
যে-কেহ মোরে দিয়েছ
যে ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম
যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
যে তরণীখানি ভাসালে
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
যে তোরে পাগল বলে
যে থাকে থাক-না দ্বারে
যে দিন ফুটল কমল
যে দিন সকল মুকুল

যে ধ্রুবপদ দিয়েছ
যে পথ দিয়ে গেল রে
যে ফুল ঝরে সেই তো
যে ভালোবাসুক সে ভালোবাসুক
যে মানব আমি সেই
যেখানে রূপের প্রভা
যেতে দাও গেল যারা
যেতে যদি হয় হবে
যেতে যেতে চায় না
যেতে হবে
যেথায় থাকে সবার অধম
যেন কোন্ ভুলের ঘোরে
যে রাতে মোর দুয়ারগুলি
যেতে যেতে একলা পথে
যেথায় তোমার লুট হতেছে
যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে
যেয়ো না, যেয়ো না (মায়ার খেলা)
যোগী হে, কে তুমি
যৌবনসরসীনীরে

র ল top

রইল বলে রাখলে কারে
রক্ষা করো হে
রঙ লাগালে বনে বনে
রজনীর শেষ তারা, গোপন
রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে
রমণীর মন-ভোলাবার
রহি রহি আনন্দতরঙ্গ
রাখ্ রাখ্, ফেল ধনু
রাখো রাখো রে জীবনে
রাঙাপদপদ্মযুগে প্রণমি
রাঙিয়ে দিয়ে যাও
রাজ-অধিরাজ, তব ভালে
রাজা মহারাজা কে জানে
রাজার প্রহরী ওরা অন্যায় অপবাদে
রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি
রাজভবনের সমাদর সম্মান
রাজরাজেন্দ্র জয়
রাতে রাতে আলোর শিখা রাখি জ্বেলে
রাত্রি এসে যেথায় মেশে
রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন
রিমিকি ঝিমিকি ঝরে
রুদ্রবেশে কেমন খেলা
রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
রোদনভরা এ বসন্ত
রোদনভরা এ (চিত্রাঙ্গদা)
লজ্জা ইহ ছি লজ্জা
লহো লহো তুলি লও হে
লহো লহো তুলে লহো
লহো লহো ফিরে লহো
লিখন তোমার ধুলায়
লুকালে ব'লেই
লুকিয়ে আস আঁধার রাতে
লক্ষ্মী যখন আসবে

শ top

শক্তিরূপ হেরো তাঁর
শরত-আলোর কমলবনে
শরৎ, তোমার অরুণ আলোর
শরতে আজ কোন্ অতিথি
শাঙনগগনে ঘোর
শান্ত হ রে মম চিত্ত
শান্তি করো বরিষন
শান্তিসমুদ্র তুমি গভীর
শিউলি ফুল শিউলি ফুল
শিউলি-ফোটা ফুরোল যেই
শীতল তব পদছায়া
শীতের বনে কোন্ সে
শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
শুক্‌নো পাতা কে যে ছড়ায়
শুধু একটি গণ্ডূষ জল
শুধু কি তার বেঁধেই
শুধু তোমার বাণী নয় গো
শুধু যাওয়া আসা
শুন লো শুন লো বালিকা
শুন নলিনী, খোলো
শুন, সখি, বাজই বাঁশি
শুনি ওই রুনুঝুনু
শুনি ক্ষণে ক্ষণে
শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর
শুভ কর্মপথে ধর'
শুভদিনে এসেছে দোঁহে
শুভদিনে শুভক্ষণে
শুভ্র আসনে বিরাজ'
শুভ্র নব শঙ্খ তব
শুভ্র প্রভাতে

শুষ্কতাপের দৈত্যপুরে
শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা
শূন্য হাতে ফিরি, হে নাথ
শেষ নাহি যে
শেষ ফলনের ফসল
শেষ বেলাকার শেষের গানে
শোন্ রে শোন্ অবোধ
শুভ মিলনলগনে বাজুক
শেষ গানেরই রেশ নিয়ে
শোনো তাঁর সুধাবাণী
শোনো শোনো আমাদের ব্যথা
শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি
শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ
শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার
শ্রাবণ হয়ে এলে
শ্রাবণবরিষন পার হয়ে
শ্রাবণমেঘের আধেক
শ্রাবণের গগনের গায়
শ্রাবণের পবনে আকুল
শ্রাবণের বারিধারা
শ্রাবণের ধারার মতো
শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে
শ্যাম রে, নিপট কঠিন
শ্যামল ছায়া
শ্যামল শোভন শ্রাবণ

স top

সকরুণ বেণু বাজায়ে কে
সকল গর্ব দূর করি দিব
সকল জনম ভ'রে
সকল ভয়ের ভয় যে তারে
সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি
সকল হৃদয় দিয়ে (মায়ার খেলা)
সকলকলুষতামসহর
সকলেরে কাছে ডাকি
সকালবেলার আলোয় বাজে
সকাল-বেলার কুঁড়ি আমার
সকাল-সাঁজে
সকলই ফুরাইল
সকলই ফুরালো (কালমৃগয়া)
সকলই ভুলেছ ভোলা মন
সখা, আপন মন নিয়ে
সখা, আপন মন নিয়ে (মায়ার খেলা)
সখা, তুমি আছ কোথা
সখা, মোদের বেঁধে রাখো
সখা, সাধিতে সাধাতে
সখা হে, কী দিয়ে আমি
সখি রে, পিরীত বুঝবে
সখি লো, সখি লো
সখী, আর কত দিন সুখহীন
সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে
সখী, আঁধারে একেলা ঘরে
সখী, আমারি দুয়ারে
সখী, কী দেখা দেখিলে
সখী, তোরা দেখে
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায়
সখী, বলো দেখি লো
সখী, বহে গেল বেলা
সখী, বহে গেল (মায়ার খেলা)
সখী, ভাবনা কাহারে বলে
সখী, সাধ করে যাহা
সখী, সে গেল কোথায়
সখী, সে গেল (মায়ার খেলা)
সঘন ঘন ছাইল
সঘন ঘন ছাইল (কালমৃগয়া)
সঘন গহন রাত্রি
সজনি সজনি রাধিকা লো
সতিমির রজনী
সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
সদা থাকো আনন্দে
সন্ত্রাসের বিহ্বলতা
সন্ধ্যা হল গো ও মা
সন্ন্যাসী, ধ্যানে নিমগ্ন
সন্ন্যাসী যে জাগিল ওই
সফল করো হে প্রভু আজি
সব কাজে হাত লাগাই মোরা
সব-কিছু কেন নিল না
সব-কিছু কেন নিল না (শ্যামা)
সব দিবি কে সব দিবি পায়
সবাই যারে সব দিতেছে
সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার
সবার সাথে চলতেছিল অজানা এই
সবারে করি আহ্বান
সবে আনন্দ করো
সবে মিলি গাও রে

সভায় তোমার থাকি সবার
সময় আমার নাই যে বাকি
সময় কারো যে নাই
সময় হয়েছে নিকট
সমুখে শান্তিপারাবার
সমুখেতে বহিছে তটিনী
সমুখেতে বহিছে (কালমৃগয়া)
সর্দারমশায় দেরি না সয়
সর্ব খর্বতারে দহে
সহজ হবি, সহজ হবি
সহসা ডালপালা তোর উতলা
সহে না যাতনা
সহে না, সহে না
সঙ্কোচের বিহ্বলতা
সংকোচের বিহ্বলতা
সংসারে কোনো ভয়
সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে
সাত দেশেতে খুঁজে
সাধ ক'রে কেন, সখা
সাধন কি মোর আসন নেবে
সাধের কাননে মোর
সারা জীবন দিল আলো
সারা নিশি ছিলেম শুয়ে
সারা বরষ দেখি নে, মা
সার্থক কর' সাধন
সার্থক জনম আমার
সীমার মাঝে, অসীম
সুখহীন নিশিদিন
সুখে আছি, সুখে আছি
সুখে আছি (মায়ার খেলা)
সুখে আমায় রাখবে কেন
সুখে থাকো আর সুখী
সুখের মাঝে তোমায়
সুধাসাগরতীরে হে
সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
সুন্দর বহে আনন্দমন্দানিল
সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের
সুন্দরের বন্ধন(শ্যামা)
সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দনফুলহার
সুমঙ্গলী বধূ
সুমধুর শুনি আজি
সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই
সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা
সুরের জালে কে জড়ালে
সে আমার গোপন কথা শুনে যা
সে আমি যে আমি নই
সে আসি কহিল
সে আসে ধীরে
সে কি ভাবে গোপন রবে
সে কোন্ পাগল যায়
সে কোন্ বনের হরিণ
সে জন কে, সখী
সে দিন আমায় বলেছিলে
সে যে পথিক আমার
সে যে পাশে এসে বসেছিল
সে যে বাহির হল
সে যে মনের মানুষ
সেই তো আমি চাই
সেই তো তোমার পথের বঁধু
সেই তো বসন্ত ফিরে এল
সেই ভালো, মা
সেই ভালো সেই ভালো
সেই যদি সেই যদি
সেই শান্তিভবন
সেদিন দুজনে দুলেছিনু
সে দিনে আপদ আমার
সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে
স্বপন যদি ভাঙিলে
স্বপন-পারের ডাক শুনেছি
স্বপনলোকের বিদেশিনী
স্বপ্নে আমার মনে হল
স্বপনে দোঁহে ছিনু
স্বপ্নমদির নেশায় মেশা
স্বপ্নমদির নেশায় (চিত্রাঙ্গদা)
স্বরূপ তাঁর কে জানে
স্বর্গে তোমায় নিয়ে
স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল নব
স্বামী, তুমি এসো আজ অন্ধকার
সংশয়তিমিরমাঝে না হেরি
সংসার যবে মন কেড়ে লয়
সংসারে তুমি রাখিলে মোরে

হ top

হবে জয়, হবে জয়

হম যব না রব, সজনী
হম, সখি, দারিদ নারী
হরষে জাগো আজি
হরি, তোমায় ডাকি
হল না লো, হল না
হা-আ-আ-আই
হা, কে বলে দেবে
হা সখী, ও আদরে
হাঁ গো মা, সেই কথাই
হাঁচ্ছো:!
হাওয়া লাগে গানের পালে
হাটের ধুলা সয় না যে আর
হায় অতিথি, এখনি কি হল
হায়, এ কী সমাপন
হায়, কী দশা
হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা
হায় গো, ব্যথায় কথা
হায় হতভাগিনী
হায় হায়, নারীরে করেছি
হায় হায় রে, হায় পরবাসী
হায় হায় রে, হায় পরবাসী(শ্যামা)
হায় হায় হায় দিন চলি যায়
হায় হেমন্তলক্ষ্মী
হার মানালে গো, ভাঙিলে
হার-মানা হার পরাব তোমার
হারে রে রে রে রে, আমায়
হাসি কেন নাই ও নয়নে
হাসিরে কি লুকাবি লাজে
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী
হিমের রাতে ওই গগনের
হিয়া কাঁপিছে সুখে
হিয়ামাঝে গোপনে হেরিয়ে
হৃদয়-আবরণ খুলে গেল
হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর
হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর
হৃদয় আমার নাচে রে
হৃদয় আমার প্রকাশ হল
হৃদয় মোর কোমল অতি
হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে
হৃদয়নন্দনবনে
হৃদয়বসন্তবনে যে
হৃদয়বাসনা পূর্ণ হল
হৃদয়বেদনা বহিয়া, প্রভু
হৃদয়মন্দিরে, প্রাণাধীশ
হৃদয়শশী হৃদিগগনে
হৃদয়ে ছিলে জেগে
হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই
হৃদয়ে মন্দ্রিল
হৃদয়ে রাখো গো দেবী
হৃদয়ে হৃদয় আসি
হৃদয়ের এ কূল, ও কূল
হৃদয়ের মণি আদরিণী
হৃদিমন্দিরদ্বারে বাজে
হে অনাদি অসীম সুনীল
হে অন্তরের ধন
হে আকাশবিহারী-নীরদবাহন
হে কৌন্তেয়
হে ক্ষণিকের অতিথি
হে চিরনূতন, আজি এ দিনের
হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর
হে নবীনা
হে নিখিলভারধারণ
হে নূতন
হে নিরুপমা
হে বিদেশী, এসো এসো
হে বিরহী, হায়
হে বিরহী (শ্যামা)
হে ভারত, আজি তোমারি
হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে
হে মন, তাঁরে দেখো
হে মহাজীবন, হে মহামরণ
হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র
হে মহাপ্রবল বলী
হে মাধবী, দ্বিধা কেন
হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
হে মোর দেবতা
হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে
হে সখা, মম হৃদয়ে
হে সন্ন্যাসী হিমগিরি
হে সুন্দরী, উন্মথিত যৌবন
হেথা যে গান গাইতে আসা
হেমন্তে কোন্ বসন্তেরই
হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
হেরি তব বিমলমুখভাতি

হেরিয়া শ্যামল ঘন
হেলাফেলা সারা বেলা
হো, এল এল এল রে
হ্যাদে গো নন্দরানী

ক্ষ top

গীতবিতান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

top comments

comments top

- To search গান খোঁজা/SEARCH
- Followed Gitobitan (Visva Bharati, 1973).
- Noted the differences with রবীন্দ্র রচনাবলী (Collected Works, West Bengal Gov., 1987).
- Essential dependence on the package Bangtex by Palash B. Pal for use with LaTeX.
- Also used *colordvi, color, supertabular, hyperref* and *colortbl.*
  PS and Pdf outputs are created by pdflatex.
- First test release on 21 Feb 2002 (50th year of a historically important date)
- Special thanks to Subhasis Mahapatra for many helps and instructions.
- contact address: somen@iopb.res.in.
  For more information :
  http://www.iopb.res.in/~somen/gitobitan.html

top